FEB. 25 2001

ভোরের কাগজ

পৃ. ৪

সম্পাদকীয়

ঢাকা সোমবার ১৪ ফাল্গুন ১৪০৭
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১

পাঠ্যপুস্তক সংকট চলছেই

পাঠ্যবই বাজারে পৌঁছে দিতে আবারো ব্যর্থ হয়েছে পুস্তকা। গতকাল পার হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং এ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই বাজারে পাওয়া যাবে বলে পুস্তকা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল। প্রতিশ্রুতি পূরণে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বাজারে এ যাবৎ মাধ্যমিক স্তরের বই এসেছে ৬০টির জায়গায় ৪০টি। এ গাফিলতির সুযোগে সারা দেশে নকল পাঠ্যবইয়ের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে বলে ভোরের কাগজে গতকাল প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে। তাছাড়া যে ৪০টি বই বাজারে এসেছে সেগুলোও অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে ছাপা এবং সেগুলো বিক্রি হচ্ছে কোনো বৈধ বিক্রয়াদেশ ছাড়া।

তবে পুস্তকা প্রতিষ্ঠানটি এখনো এই সংকটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তাদের এক কর্মকর্তার মতে বাজারে কোনো সংকট নেই এবং বাকি বইগুলোও 'শিগগিরই' বাজারে চলে আসবে। তারা যে তাদেরই ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে সবগুলো বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলেন সে ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য নেই। আর বাজারে 'কোনো সংকট নেই' এ কথাটিও পরিস্থিতির একটি বিকৃত ব্যাখ্যা, কারণ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেনি অবাধে নকল পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে বলে। তাছাড়া গত বছরের বইও পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। চট্টগ্রাম, যশোর, বগুড়া ও নোয়াখালীতে নকল বই ছাপা হচ্ছে, এ খবর পুস্তকার জনৈক কর্মকর্তা স্বীকারও করেছেন।

এর মধ্যে একটি ভালো খবর ছিল যে দুর্নীতি দমন ব্যুরো এই পাঠ্যবই কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করেছে আদালতের নির্দেশে। কিন্তু সে তদন্তের কী পরিণতি হবে তা নিয়ে এখনই সংশয় দেখা দিচ্ছে। কারণ, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রহস্যময় আচরণ। তারা তদন্তে সাহায্য করছে না, আবার পুস্তকার অনিয়মে তাদের নীরবতাও ভাঙছে না। কাগজপত্র গায়েব করে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। আমরা বুঝতে পারছি না বোর্ডের এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী? তারা যেভাবে তদন্ত কাজে বাধা দিচ্ছেন ও পুস্তকার ব্যাপারে নীরবতা পালন করছেন তাতে এটাই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যা হচ্ছে সেটাকে তারা আদৌ কেলেঙ্কারি মনে করেন কি না! সময়মতো বই সরবরাহে পুস্তকার ব্যর্থতাই যদি দায়ী হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে বোর্ড, মন্ত্রণালয় বা উচ্চতর পর্যায় থেকে ব্যবস্থা নিতে এ গড়িমসি করা হচ্ছে কেন।

বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের উচিত সর্বাগ্রে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ দেখা। তা না করে কেন বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার দায় বহন করা হচ্ছে? এই পাঠ্যবই কেলেঙ্কারির ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোয় আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব পাঠ্যবই সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। এখন সে আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এর প্রক্রিয়ায় বাজারে অবাধে নকল বইয়ের রমরমা ব্যবসা চালানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তাই এ ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত প্রক্রিয়া যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হতে পারে তা নিশ্চিত করতে সরকারের উচ্চতর পর্যায় থেকে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের রীতির বিরোধী নই। কিন্তু তার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতা বা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়া যায় না। পুস্তকা ও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক তথা জনগণের কাছে এই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে হবে। এখানে কোনো দুর্নীতি হয়ে থাকলে তারও তদন্ত হতে হবে।

এ ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত প্রক্রিয়া যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হতে পারে তা নিশ্চিত করতে সরকারের উচ্চতর পর্যায় থেকে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের রীতির বিরোধী নই। কিন্তু তার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতা বা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়া যায় না।